[১][প্রথম তফসিল

[ধারা ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টন পদ্ধতি

আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা $\frac{\text{সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট সংখ্যা}}{\text{সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা}}$ × রাজনৈতিক দল বা জোটের মোট আসন সংখ্যা = $\frac{৫০}{৩০০}$ × রাজনৈতিক দল বা জোটের মোট আসন সংখ্যা

ছক নং-১

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পুর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	২০৩	৩৩.৮৩	৩৪
২।	মেঘনা	৫৯	৯.৮৩	১০
৩।	যমুনা	২০	৩.৩৩	৩
৪।	সুরমা	১৪	২.৩৩	২
৫।	করতোয়া	৪	.৬৬	১
		৩০০	৫০.০০	৫০

ছক নং ২

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পুর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১৯৭	৩২.৮৩	৩৩
২।	মেঘনা	৫৮	৯.৬৬	১০
৩।	যমুনা	২৭	৪.৫	৫
৪।	করতোয়া	১৬	২.৬৬	৩
৫।	মধুমতি	২	.৩৩	০
		৩০০	৫০.০০	৫১

[১] প্রথম তফসিল জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৮ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[বি.দ্র. ছক ২ এ আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঞ্চাশ ৫০) অপেক্ষা একটি বেশি (৫১) হইয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ দশমিক পাঁচ (.৫) বা তদূর্ধ্ব হইবার কারণে যে সকল রাজনৈতিক দলবা জোটের অনুকূলে আসন বণ্টন করা হইয়াছে সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ১ নং ক্রমিকের রাজনৈতিক দল বা জোট পদ্মার আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার বত্রিশ দশমিক আট তিন ৩২.৮৩) যাহার মধ্যে বত্রিশ ৩২) একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক আট তিন ৮৩) একটি ভগ্নাংশ। দশমিক আট তিন: ৮৩) দশমিক পাঁচ (.৫) অপেক্ষা বড় হওয়ার কারণে নিয়ম অনুযায়ী দশমিক আট তিন ৮৩) কে পূর্ণ এক (১) সংখ্যা গণনা করিয়া পদ্মার আসন সংখ্যা হইয়াছে ৩২+১=৩৩। একই কারণে মেঘনা, যমুনা এবং করতোয়ার আসন সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৯+১= ১০ ৪+১= ৫ এবং ২+১= ৩।

আসন কর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং করতোয়ার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ যথাক্রমে .৮৩ ৬৬, .৫ এবং .৬৬। ইহাদের মধ্যে যমুনার ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম (.৫)। এই কারণে যমুনার প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে।]

ছক নং ৩

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১০৫	১৭.৫	১৮
২।	মেঘনা	৫৯	৯.৮৩	১০
৩।	যমুনা	৫৮	৯.৬৬	১০
৪।	করতোয়া	২৮	৪.৬৬	৫
৫।	মধুমতি	১৭	২.৮৩	৩
৬।	ইছামতি	১৭	২.৮৩	৩
৭।	সুরমা	১৬	২.৬৬	৩
		৩০০	৫০.০০	৫২

বি.দ্র. ছক ৩ এ আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঞ্চাশ (৫০) অপেক্ষা ২টি বেশি (৫২) হইয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ দশমিক পাঁচ (৫) বা তদূর্ধ্ব হইবার কারণে যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে আসন বণ্টন করা হইয়াছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে প্রত্যেকের প্রাপ্ত আসন হইতে একটি করিয়া আসন কর্তন করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ১ নং ক্রমিকের রাজনৈতিক দল বা জোট পদ্মার আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার সতেরো দশমিক পাঁচ (১৭.৫) যাহার মধ্যে সতেরো (১৭) একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক পাঁচ .৫) একটি ভগ্নাংশ। নিয়ম অনুযায়ী দশমিক পাঁচ (৫) বা তাহার চেয়ে বড় ভগ্নাংশ কে পূর্ণ এক (১) সংখ্যা গণনা করিয়া পদ্মার আসন সংখ্যা হইয়াছে ১৭+১= ১৮। একই কারণে মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, মধুমতি, ইছামতি এবং সুরমার আসন সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৯+১= ১০ ৯+১= ১০ ৪+১= ৫, ২+১= ৩, ২+১= ৩, ২+১= ৩।

আসন কর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, মধুমতি, ইছামতি এবং সুরমার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ যথাক্রমে .৫ ৮৩ ৬৬ ৬৬ ৮৩ ৮৩, এবং .৬৬। ইহাদের মধ্যে পদ্মার ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম (.৫)। এই কারণে প্রথমে পদ্মার প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত একটি আসন কর্তন করিতে হইবে।

অতঃপর যে রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ পদ্মার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ অপেক্ষা বড় সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে অপর অতিরিক্ত আসন কর্তন করিতে হইবে। ৩ নং ক্রমিকের যমুনা, ৪ নং ক্রমিকের করতোয়া এবং ৭ নং ক্রমিকের সুরমার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ দশমিক ছয় ছয় ৬৬), যাহা পদ্মার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ .৫ অপেক্ষা বড়। তাই অপর একটি অতিরিক্ত আসন যমুনা, করতোয়া বা সুরমার প্রাপ্ত আসন হইতে কর্তন করিতে হইবে। উক্ত তিনটি রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ সমান (.৬৬)। কাজেই লটারি করিয়া লটারিতে পরাজিত দলের প্রাপ্ত আসন হইতে অপর অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে।]

ছক নং ৪

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১৯৯	৩৩.১৬	৩৩
২।	মেঘনা	৫৬	৯.৩৩	৯
৩।	যমুনা	২৫	৪.১৬	৪
৪।	সুরমা	৮	১.৩৩	১
৫।	করতোয়া	৫	৮৩	১
৬।	মধুমতি	৫	৮৩	১
৭।	কর্ণফুলী	২	.৩৩	০
		৩০০	৫০.০০	৪৯

[বি.দ্র. ছক ৪ এ আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঞ্চাশ (৫০) অপেক্ষা একটি কম (৪৯) হইয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, অবশিষ্ট ১টি আসন যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন করা হইয়াছে, সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টন করা হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত পদ্মা সর্বাধিক সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কারণে উপরি উক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আসনটি পদ্মার অনুকূলে বণ্টন করিতে হইবে।]

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

দ্বিতীয় তফসিল

ফরম- 'ক'

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম

[ধারা ৯(৪) দ্রষ্টব্য]

(প্রস্তাবক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

আমি ..... (প্রস্তাবকের নাম)
নির্বাচনী এলাকা নং ..... হইতে
নির্বাচিত সংসদ-সদস্য এতদ্দ্বারা মিসেস/মিস .....,
স্বামী/পিতা ....., মাতা .....,
ঠিকানা .....
....., কে রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বণ্টনকৃত/জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত/উন্মুক্ত নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসন এর জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করিতেছি।

তারিখ ..... প্রস্তাবকের দস্তখত

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- প্রযোজ্য নয় এইরূপ অংশ কাটিয়া দিতে হইবে)

(সমর্থক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

আমি ..... (সমর্থকের নাম)
নির্বাচনী এলাকা নং ..... হইতে
নির্বাচিত সংসদ-সদস্য এতদ্বারা উল্লিখিত প্রার্থীর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

তারিখ ..... সমর্থকের দস্তখত

(মনোনীত ব্যক্তির ঘোষণা)

আমি ....., স্বামী/পিতা .....,
মাতা ....., ঠিকানা .....
....., এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের মনোনয়নে আমি সম্মতি দিয়াছি এবং আমি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য থাকিবার বা সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য নহি।

তারিখ ..... মনোনীত ব্যক্তির দস্তখত

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং .....

এই মনোনয়নপত্র আমার নিকট আমার অফিসে ..... (ঘটিকায়) ..... (তারিখ) ..... (প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক) কর্তৃক অর্পণ করা হইয়াছে।

তারিখ ..... রিটার্ণিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বাছাইকালে রিটার্ণিং অফিসারের মনোয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত)

আমি এই মনোনয়নপত্র আইনের ধারা ১০ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম।

(বাতিলের ক্ষেত্রে, সংক্ষেপে ইহার কারণ বর্ণনা করুন)

তারিখ ..... রিটার্ণিং অফিসারের স্বাক্ষর

রসিদ

(রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং .....

মিসেস/মিস ....., স্বামী/পিতা ...., মাতা ....., ঠিকানা ...., এর মনোয়নপত্র, যিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী, আমার নিকট ..... (ঘটিকা) ..... (তারিখ) ..... (প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক) কর্তৃক অর্পণ করা হইয়াছে।

আমার অফিসে ..... (ঘটিকা) ..... (তারিখ) মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে।

আপনি, প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক, ইচ্ছা করিলে উক্ত সময়ে আমার অফিসে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

তারিখ ....
রিটার্ণিং অফিসার

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম- 'খ'
[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র

ক্রমিক নম্বর .....
রাজনৈতিক দল/জোটের নাম .....
পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা .....
ভোটারের নাম : .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর .....

ভোটারের দস্তখত:

.....

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম- 'খ'
[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপার

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম:-
পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা:-

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোট প্রদান ও পরবর্তী পছন্দ নির্দেশক সংখ্যা
(১)			...
(২)			...
(৩)			...
(৪)			...
(৫)			...

রিটার্ণিং অফিসারের দস্তখত
ও
অফিসিয়াল সীল।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম- 'গ'
[ধারা ৩০(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে উন্মুক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র

ক্রমিক নম্বর .....
পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা .....
ভোটারের নাম : .....
ভোটারের রাজনৈতিক দল/জোটের নাম .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর .....

ভোটারের দস্তখত:

.....

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম- 'গ'
[ধারা ৩০(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে উন্মুক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপার

পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা:-

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোট প্রদান ও পরবর্তী পছন্দ নির্দেশক সংখ্যা
(১)			...
(২)			...
(৩)			...
(৪)			...
(৫)			...

রিটার্ণিং অফিসারের দস্তখত
ও
অফিসিয়াল সীল।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তৃতীয় তফসিল
[ধারা ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে ভোট গণনার নমুনা

ধরা যাক্ কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৯ জন সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করিতে হইবে। উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ২০ জন এবং ভোটার হইতেছেন ৬৫ জন, তবে এই নির্বাচনে মাত্র ৬০ জন ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমে সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া বৈধ ও অবৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক করিতে হইবে। বৈধ ব্যালট পেপারগুলির মধ্যে যেসকল প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের বিপরীতে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে ঐসকল প্রার্থীর নামে পৃথক পৃথক প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ উক্ত প্যাকেটে রাখিতে হইবে। অবৈধ ব্যালট পেপারগুলি একটি স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক প্রার্থীর প্যাকেটে রক্ষিত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা গণনা করিয়া তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমান নির্ণয় করিতে হইবে।

একাধিক আসন পূরণ করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান হইবে **১০০**। ধরা যাক্ **৬০**টি বৈধ ব্যালট পেপার পাওয়া গিয়াছে। প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটমান নিম্নরূপ, যথা:-

প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নাম	বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটমান
ক	৭	৭×১০০=৭০০
খ	৫	৫×১০০=৫০০
গ	১	১×১০০=১০০
ঘ	২	২×১০০=২০০
ঙ	৩	৩×১০০=৩০০
চ	২	২×১০০=২০০
ছ	১	১×১০০=১০০
জ	২	২×১০০=২০০
ঝ	৩	৩×১০০=৩০০
ঞ	৫	৫×১০০=৫০০
ট	৪	৪×১০০=৪০০
ঠ	৪	৪×১০০=৪০০

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নাম	বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটমান
ড	৪	৪×১০০=৪০০
ঢ	৩	৩×১০০=৩০০
ণ	৪	৪×১০০=৪০০
ত	২	২×১০০=২০০
থ	২	২×১০০=২০০
দ	২	২×১০০=২০০
ধ	২	২×১০০=২০০
ন	২	২×১০০=২০০
মোট প্রার্থী = ২০ জন	বৈধ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা=৬০	সাকুল্য ভোটমান=৬০০০

এখন কোন আসনে একজন প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় কোটা নির্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্বাচনে একাধিক আসন (৯টি আসন) পূরণ করিতে হইবে। এই কারণে ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোটা নির্ধারণ করিতে হইবে।

কোটা নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ, যথা:-

$$\text{কোটা} = \frac{\text{সাকুল্য ভোটমান}}{\text{পূরণযোগ্য আসনসংখ্যা}+১} + ১$$

উপরি-উক্ত সূত্র অনুযায়ী এই নির্বাচনে কোন আসনে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় কোটা হইবে নিম্নরূপ, যথা:

$$\text{কোটা} = \frac{৬০০০ \text{ (সাকুল্য ভোটমান)}}{৯(\text{পূরণযোগ্য আসনসংখ্যা})+১} + ১$$

$$= \frac{৬০০০}{১০} + ১$$

$$= ৬০০+১$$

$$= ৬০১$$

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:- এইরূপ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোন ভাগশেষ দেখা দিলে উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।]

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ভোট গণনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ক** এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ **৭**টি ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলে তাহার প্রাপ্ত ভোটমান **(৭×১০০)=৭০০**। নির্বাচিত হইবার জন্য কোটা প্রয়োজন **৬০১**। **ক** এর প্রাপ্ত ভোটমান কোটা অতিক্রম করিয়াছে, তাই **ক** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর **ক** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত রহিয়াছে **(৭০০-৬০১)=৯৯**। গণনার এই পর্যায়ে আর কোন প্রার্থীর ভোটমান কোটার সমান বা কোটা অতিক্রম করে নাই। এই কারণে নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত ভোটমান নিম্নরূপ পদ্ধতিতে অপর প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, যথা:-

নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত ভোটমান **৯৯,** যাহা তাঁহার প্রাপ্ত মূলভোট হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার প্যাকেটে রক্ষিত সকল ব্যালট পেপার উক্ত ব্যালট পেপারগুলিতে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। **ক** এর প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারসমূহে যেসকল প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নাম লিপিবদ্ধ ছিল তাহাদের নামে পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া উহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারগুলি রাখা হইয়াছে।

নির্বাচিত প্রাথী **ক** এর নামীয় প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারগুলির মধ্যে কোন নিঃশেষিত ব্যালট পেপার নাই। সুতরাং **ক** এর নামীয় প্যাকেটে রক্ষিত অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা **৭**টি। **ক** এর উক্ত অনিঃশেষিত **৭**টি ব্যালট পেপারে নিম্নরূপ পরবর্তী পছন্দক্রমধারীর নাম লিপিবদ্ধ আছে, যথা:-

পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নাম	অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা
গ	৬
ঘ	১

অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা = ৭
অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের ভোটমান = (৭×১০০)=৭০০

অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের ভোটমান **৭০০,** যাহা নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত **(৯৯)** হইতে বেশী। তাই নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত **(৯৯)** নিম্নরূপ পদ্ধতিতে **গ** এবং **ঘ** এর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে, যথা:-

প্রথমে নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত **৯৯** কে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা **৭** দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, যথা:-

৯৯

৭)৯৯(১৪ (ভাগশেষ **১** অগ্রাহ্য করা হইয়াছে)
৯৮
১

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:- এইরূপ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোন ভাগশেষ দেখা দিলে উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।]

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ভাগফল হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা **১৪** হইবে একটি হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারের হ্রাসকৃত ভোটমান। ব্যালট পেপারের উক্ত হ্রাসকৃত ভোটমানকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যাই হইবে উক্ত প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান।

ক এর **৭**টি ব্যালট পেপারের মধ্যে **৬**টি ব্যালট পেপারে **গ** এর নাম পরবর্তী পছন্দধারী হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকায় **গ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে = **৬**টি ব্যালট পেপার; এবং

ক এর **৭**টি ব্যালট পেপারের মধ্যে **১**টি ব্যালট পেপারে **ঘ** এর নাম পরবর্তী পছন্দধারী হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকায় **ঘ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে = **১**টি ব্যালট পেপার।

সুতরাং **গ** এর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান হইবে **(৬×১৪)=৮৪**; এবং

ঘ এর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান হইবে **(১×১৪)=১৪**।

উপরে বর্ণিত সূত্রের নমুনা নিম্নে প্রদান করা হইল, যথা:-

প্রার্থী	অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান ৯৯ বণ্টন	ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান হ্রাসকৃত মানে যোগ করিবার পর প্রাপ্ত ভোটমান
গ	৬	৬×১৪=৮৪	১০০+৮৪=১৮৪
ঘ	১	১×১৪=১৪	২০০+১৪=২১৪
	মোট=৭	মোট=৯৮	
		ভগ্নাংশের জন্য অগ্রাহ্যকৃত ভোটমান=১	
		সর্বমোট উদ্বৃত্ত=৯৯	

এইরূপে সাব-প্যাকেটের মাধ্যমে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের হ্রাসকৃত ভোটমান প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **গ** এবং **ঘ** এর মূল ভোটের ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে যাহা ফলাফল সীটে দেখানো হইয়াছে। এই ভোটমান যোগ করিবার পরও **গ** ও **ঘ** নির্বাচিত হয় নাই। কেননা এখন তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমান হইতেছে-

গ = নিজস্ব মূলভোটমান **১০০**+হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৮৪=১৮৪**;
ঘ = নিজস্ব মূলভোটমান **২০০**+হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **১৪=২১৪**;
গ ও **ঘ** এর উক্ত ভোটমান কোটা অপেক্ষা কম।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

এইরূপে নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পরে অন্য কোন নির্বাচিত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত থাকিলে উহাও হস্তান্তর করিতে হইত। কিন্তু অন্য কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত না থাকায় এখন অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটমান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে ভোট গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে। তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ছ** এর ব্যালট পেপারের ভোটমান **১০০**, যাহা সর্বাপেক্ষা কম। এই কারণে তাহাকে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইক্ষেত্রে বাদ দেওয়া প্রার্থী **ছ** এর ব্যালট পেপার এবং উহার ভোটমান নিম্নরূপে অন্যদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, যথা:-

বাদ দেওয়া প্রার্থী **ছ** এর ভোটটি মূলভোট, তাই উহার ভোটমান (১০০×১) = ১০০। **ছ** এর ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **খ** এর নাম উল্লেখ আছে। তাই প্রথমে **খ** এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে উক্ত ব্যালট পেপারটি হস্তান্তর করা হইয়াছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **খ** এর নিজস্ব ভোটমানের সহিত উক্তরূপে হস্তান্তরকৃত **ছ** এর **১০০** ভোটমান যোগ করা হইয়াছে। ফলে **খ** এর ভোটমান হইয়াছে (নিজস্ব মূল ভোটমান **৫০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **১০০) = ৬০০**। উক্ত **৬০০** ভোটমান কোটা অপেক্ষা কম। তাই তিনি নির্বাচিত হন নাই। এই পর্যায়ে কোন প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়ায় পুনরায় ভোট গণনার তালিকা হইতে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী প্রার্থীকে ভোট গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে।

এই পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী হিসাবে অপর প্রার্থী **গ** কে তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং উহার **১৮৪** ভোটমান হস্তান্তর করিতে হইবে। **গ** এর **১৮৪** ভোটমানের মধ্যে **১০০** মূল ভোটমান এবং অবশিষ্ট **৮৪** হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান। **গ** এর প্যাকেটে রক্ষিত আছে একটি ব্যালট পেপার যাহার ভোটমান **১০০**। উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **খ** এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় ব্যালট পেপারটি **খ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারের **১০০** ভোটমান **খ** এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ফলে **খ** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (তাহার নিজস্ব মূল ভোটমান **৫০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **১০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **১০০) = ৭০০**।

এইবার **গ** এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারে এবং উহার ভোটমান হস্তান্তরের পালা। **গ** এর সাব-প্যাকেটে **১৪** ভোটমান হিসাবে **৬**টি ব্যালট পেপার আছে। উক্ত **৬**টি ব্যালট পেপারের মধ্যে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবের **৩**টিতে **ঞ** এবং **৩**টিতে **ন** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই **ঞ** এবং **ন** এর প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে **৩**টি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। **ঞ** ও **ন**, প্রত্যেকের ভোটমানের সহিত হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারসমূহের ভোটমান **(১৪×৩)=৪২** করিয়া যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারসমূহের ভোটমান যোগ করিবার পর **ঞ** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (তাহার নিজস্ব মূল ভোটমান **৫০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৪২)=৫৪২** এবং **ন** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (নিজস্ব মূল ভোটমান **২০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৪২)=২৪২**। গণনার এই পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **খ** এর ভোটমান **(৭০০)** কোটা অতিক্রম করিয়াছে। **খ** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন **খ** এর উদ্বৃত্ত **(৭০০-৬০১)=৯৯** হস্তান্তর করিতে হইবে।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

খ এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একটি ব্যালট পেপার আছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঞ** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাই উক্ত ব্যালট পেপারটি **ঞ** এর নিকট পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং **খ** এর উদ্বৃত্ত ভোটমান **(৯৯) ঞ** এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরের পর **ঞ ৬৪১** ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া (নিজস্ব মূল ভোটমান **৫০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৪২+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৯৯=৬৪১)** কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই **ঞ** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন **ঞ** এর উদ্বৃত্ত **(৬৪১-৬০১)=৪০** হস্তান্তর করিতে হইবে। **ঞ** এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ট** এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় **ট** এর নিকট উক্ত উদ্বৃত্ত **(৪০)** তাহার নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে **ট** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪০)=**৪৪০**। দেখা যাইতেছে যে, **ঞ** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অতিক্রম করে নাই। তাই ভোট গণনার তালিকা হইতে পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে বাদ দিতে হইবে।

এই পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, **চ, জ, ত, থ, দ** এবং **ধ** প্রত্যেকে **২০০** করিয়া মূল ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থান করিতেছেন। এই কারণে **চ, জ, ত, থ, দ** এবং **ধ** এর মধ্যে লটারী করিয়া লটারীতে পরাজিত প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে। লটারীর মাধ্যমে প্রথমে **চ** কে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পরবর্তী পছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ট** এবং **ন** কে **১০০** করিয়া ভোটমান তাহাদের নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে প্রার্থী **ট** এর মোট ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** প্রথম হস্তান্তরে প্রাপ্ত **৪০+** এই পর্যায়ের হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)+৫৪০** এবং প্রার্থী **ন** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **২০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **৪২+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান **১০০)=৩৪২**। উক্তরূপে **চ** এর ভোটমান হস্তান্তরের পরও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন করেন নাই।

অতঃপর পুনরায় লটারীর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ধ** কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়া প্রার্থী **ধ** এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ট** এবং **ণ** এর নাম উল্লেখ থাকায় **ট** এবং **ণ** নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে প্রত্যেকের নিকট একটি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত ব্যালট পেপারের ভোটমান তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরের মাধ্যমে **১০০** করিয়া ভোটমান প্রাপ্ত হইবার ফলে **ট** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** প্রথম হস্তান্তরে প্রাপ্ত **৪০+** দ্বিতীয়বার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৬৪০** এবং **ণ** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৫০০**। **ট** এর ভোটমান **(৬৪০)** কোটা অতিক্রম করিয়াছে। **ট** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর **ট** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে **(৬৪০-৬০১)=৩৯**।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

এখন নির্বাচিত প্রার্থী **ট** এর উদ্বৃত্ত **(৩৯)** বণ্টনের পালা। **ট** এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ণ** এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে **ণ** উক্ত উদ্বৃত্ত **(৩৯)** প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ফলে **ণ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৯)=৫৩৯**। এই পর্যায়েও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হইয়াছে। অবশিষ্ট সর্বনিম্ন সমান ভোটমানধারী **জ, ত, থ** এবং **দ** এর মধ্যে লটারী করে **দ** কে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। **দ** এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি মূল ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঠ** এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে **দ** এর দুইটি মূল ভোটই **ঠ** এর নিকট তাহার নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে **২০০** ভোটমানে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এই হস্তান্তরের ফলে **ঠ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০)=৬০০**।

এই পর্যায়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে কেহ কোটা অর্জন না করায় সর্বনিম্ন সমান ভোটমানধারী **জ, ত** এবং **থ** এর মধ্যে লটারী করে **ত** কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী **ত** এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। **ত** এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান **(১০০×২)=২০০**। **ত** এর ব্যালট পেপার দুইটিতে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ণ** এবং **ঠ** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। **ত** এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভূত তাই **ণ** এবং **ঠ** এর নিকট একটি করিয়া ব্যালট পেপার তাহাদের নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে **১০০** ভোটমানে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এই হস্তান্তরের ফলে **ঠ** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+**প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৭০০** এবং **ণ** এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান **৪০০+**প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৯+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৬৩৯**। **ণ** এবং **ঠ** এর ভোটমান কোটা অতিক্রম করায় উভয়ই নির্বাচিত ঘোষিত হইয়াছেন। নির্বাচিত হইবার পর **ঠ** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে **(৭০০-৬০১)=৯৯** এবং **ণ** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে **(৬৩৯-৬০১)=৩৮**।

এখন **ঠ** এবং **ণ** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পালা। **ঠ** এর উদ্বৃত্ত **(৯৯) ণ** এর উদ্বৃত্ত **(৩৮)** অপেক্ষা বৃহত্তর। তাই **ঠ** এর উদ্বৃত্ত প্রথমে হস্তান্তর করিতে হইবে। **ঠ** এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে কেবলমাত্র একটি ব্যালট পেপার আছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঙ** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। এই কারণে **ঠ** এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটের উক্ত ব্যালট পেপারটি **ঙ** এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং **ঠ** এর উদ্বৃত্ত **(৯৯)** একই মানে **ঙ** এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। **ঠ** এর উদ্বৃত্ত যোগ হইবার পর **ঙ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৯৯)=৩৯৯**। এইবার **ণ** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পালা। **ণ** এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র ব্যালট পেপারেও পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঙ** এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে **ণ** এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটের উক্ত ব্যালট পেপারটি **ঙ** এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং **ণ** এর উদ্বৃত্ত **(৩৮)** একই মানে **ঙ** এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। **ণ** এর উদ্বৃত্ত যোগ হইবার পর **ঙ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+**প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৯৯+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৮)=৪৩৭**। উক্তরূপ হস্তান্তরের পরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থী **জ** এবং **থ** এর মধ্যে লটারী করে **থ** কে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী **থ** এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। **থ** এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান **(১০০×২)=২০০**। **থ** এর ব্যালট পেপার দুইটিতেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ন** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। **থ** এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভুত তাই **থ** এর দুইটি ব্যালট পেপার **ন** নিকট তাহার নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে **২০০** ভোটমানেই হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে **ন** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **২০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৪২+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০)=৫৪২**।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

এই পর্যায়েও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থী **জ** কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী **জ** এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। **জ** এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান **(১০০×২)=২০০**। **জ** এর দুইটি ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দকারী হিসাবে **ঢ** এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। **জ** এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভুত। তাই **জ** এর দুইটি ব্যালট পেপার **ঢ** এর নিকট তাহার নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকটে **২০০** ভোটমানেই হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে **ঢ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০)=৫০০**।

কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় এই পর্যায়ে গণনার তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থানকারী প্রার্থী **ঘ** কে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী **ঘ** এর ভোটমান **(২১৪)** হস্তান্তরের পালা। **ঘ** এর ২১৪ ভোটমানের মধ্যে ২০০ মূল ভোটমান এবং অবশিষ্ট **১৪** হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান। **ঘ** এর প্যাকেটে রক্ষিত আছে দুইটি ব্যালট পেপার, যাহার ভোটমান **(১০০×২)=২০০**। **ঘ** এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঢ** এবং **ন** এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় তাহাদের নিকট পৃথক পৃথক সাব-প্যাকটে **১০০** ভোটমানে একটি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে **ঢ** এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৬০০** এবং অপর প্রার্থী **ন** এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **২০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৪২+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০)=৬৪২**। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী **ঘ** এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপার এবং উহার ভোটমান **(১৪)** হস্তান্তরের পালা। **ঘ** এর সাব-প্যাকেটে **১৪** ভোটমান হিসাবে একটি ব্যালট পেপার রক্ষিত আছে। **ঘ** এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঢ** এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় উক্ত ব্যালট পেপারটি **ঢ** এর নিকট পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারের ভোটমান **(১৪) ঢ** এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে **ঢ** এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **২০০+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১০০+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১৪)=৬১৪**।

গণনার এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ঢ** এবং **ন** যথাক্রমে **৬১৪** এবং **৬৪২** ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই **ঢ** এবং **ন** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর **ঢ** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে **(৬১৪-৬০১)=১৩** এবং **ন** এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে **(৬৪২-৬০১)=৪১**। এখন **ঢ** এবং **ন** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তর করিতে হইবে। **ন** এর উদ্বৃত্ত **(৪১) ঢ** এর উদ্বৃত্ত **(১৩)** অপেক্ষা বৃহত্তর। তাই **ন** এর উদ্বৃত্ত প্রথমে হস্তান্তর করা হইয়াছে। **ন** এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঙ** এর নাম উল্লেখ আছে। তাই **ন** এর উদ্বৃত্ত **(৪১)** একই ভোটমানে পৃথক সাব-প্যাকেটে **ঙ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ইহার ফলে **ঙ এর** ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৯৯+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৮+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৪১)=৪৭৮**।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

এইবার **ঢ** এর উদ্বৃত্ত **(১৩)** হস্তান্তরের পালা। **ঢ** এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র পেপারেও পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থী হিসাবে **ঙ** এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় **ঢ** এর উদ্বৃত্ত **(১৩)** একই ভোটমানে পৃথক সাব-প্যাকেটে **ঙ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে এই পর্যায়ে **ঙ** এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৯৯+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৮+** তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৪১+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১৩)=৪৯১**। গণনার এই পর্যায়েও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রাথী কোটা অর্জন না করায় গণনা হইতে পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

গণনার তালিকায় সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী প্রার্থী **ঝ** গণনার এই পর্যায়ে **৩০০** ভোটমান লইয়া গণনার তালিকায় সর্বনিম্ন অবস্থান করায় তাহাকে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়া প্রার্থী **ঝ** এর প্যাকেটে রক্ষিত তিনটি ব্যালট পেপারই মূল ভোট যাহাদের ভোটমান **(১০০×৩)=৩০০**। উক্ত তিনটি ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **ঙ** এর নাম উল্লেখ থাকায় উক্ত **৩০০** ভোটমানই পৃথক সাব-প্যাকটের মাধ্যমে **ঙ** এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্তরূপ হস্তান্তরের পর **ঙ** এর সর্বমোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান **৩০০+** প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৯৯+** দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩৮+** তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৪১+** চতুর্থ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **১৩+** এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত **৩০০)=৭৯১**। এই পর্যায়ে **ঙ** এর ভোটমান **(৭৯১)** কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই **ঙ** কে সর্বশেষ আসনে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত পূরণযোগ্য সকল আসনে প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ায় গণনা সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই কারণে সর্বশেষ নির্বাচিত প্রার্থী **ঙ** এর উদ্বৃত্ত কাহারও নিকট হস্তান্তরের আবশ্যকতা নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের অর্জিত ভোটমান এই তফসিলের ফলাফল তালিকায় দেখানো হইয়াছে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী

ভোটার সংখ্যা = ৬০ জন, প্রার্থীর সংখ্যা = ২০ জন, শূন্য আসন = ৯টি

মোট ভোটমান: ৬০০০

প্রার্থীদের নাম	প্রথম গণনায় ভোটমান	ক এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	ছ এবং গ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	খ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	ঞ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	চ এবং ধ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	ট এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১
খ	৫০০	-	৫০০	+১০০ +১০০	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১
গ	১০০	+৮৪	১৮৪	-১৮৪				ম					
ঘ	২০০	+১৪	২১৪		২১৪		২১৪		২১৪		২১৪		২১৪
ঙ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
চ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০	-২০০			
ছ	১০০		১০০	-১০০									
জ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
ঝ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
ঞ	৫০০		৫০০	+৪২	৫৪২	+৯৯	৬৪১	-৪০	৬০১		৬০১		৬০১
ট	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	+৪০	৪৪০	+১০০ +১০০	৬৪০	-৩৯	৬০১
ঠ	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০
ড	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০
ঢ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
ণ	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	+১০০	৫০০	+৩৯	৫৩৯
ত	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
থ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
দ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
ধ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০	-২০০			
ন	২০০		২০০	+৪২	২৪২		২৪২		২৪২	+১০০	৩৪২		৩৪২
অগ্রাহ্যকৃত ভোটমান		+১	১		১		১		১		১		১
মোট:			৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ভোট গণনা ও ফলাফল তালিকা

$$\text{কোটা} = \frac{৬০০০}{১০} + ১ = ৬০১$$

দ এবং ত এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	ঠ এবং ণ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	খ, জ এবং ঘ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	ন এবং ঢ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	ঝ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	চূড়ান্ত ফলাফল
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	২১৪		২১৪	-২১৪						অনির্বাচিত
	৩০০	+৯৯+৩৮	৪৩৭		৪৩৭	+৪১ +১৩	৪৯১	+৩০০	৭৯১	নির্বাচিত
										অনির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	২০০		২০০	-২০০						অনির্বাচিত
	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০	-৩০০		অনির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
+২০০ +১০০	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	অনির্বাচিত
	৩০০		৩০০	+২০০ +১০০ +১৪	৬১৪	-১৩	৬০১		৬০১	নির্বাচিত
+১০০	৬৩৯	-৩৮	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
-২০০										অনির্বাচিত
	২০০		২০০	-২০০						অনির্বাচিত
-২০০										অনির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	৩৪২		৩৪২	+২০০ ১০০	৬৪২	-৪১	৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	১		১		১		১		১	
	৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০	

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.